## সদ্‌গুরু-সন্দেশ
### শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

দূরের মানুষ কাছে আসে, কাছের মানুষ দূরে যায়, কিন্তু যে চিরন্তন-- চিরন্তন সত্তা, সে দূরেও যায় না, কাছেও আসে না; সে চিরন্তন হয়ে থাকে হৃদয়ের গভীরে গহনে—তাঁর সঙ্গেই চলে নিত্য বিলাস—চিৎশক্তি বিলাস—অনন্ত বিলাস—স্থিতপ্রজ্ঞেরা সদ্‌গুরুকে চিনতে পারে, উপলব্ধি করতে পারে, কারণ, মায়া প্রপঞ্চের পর্দা তাদের অপসারিত হয়ে গেছে—তাই স্থিতপ্রজ্ঞের থাকেনা অন্তরে বিচার বিকল্প ভাবনা—তাঁর ভাবনা চিরন্তন ধ্রুব প্রজ্ঞানময়—যে কোন কারণেই সদ্‌গুরুর কর্মকে যদি কোন শিষ্য দোষারোপ করে তো বুঝতে হবে সে সৎগুরুকে ভগবৎস্বরূপ জ্ঞান করে না। যেমন—একজন তপস্বী বহুদিন ধরে বিন্ধ্যবাসিনীপীঠে তপস্যা করে যখন প্রায় সিদ্ধিলাভ করতে চলেছে, এমন সময় তার শ্রীগুরুদেব তথায় উপস্থিত হলেন। গুরুদেব গৃহী ছিলেন, তাই শিষ্য মনে করল যে ''আমার সংসার বাসনা নেই, কিন্তু গুরুর আছে।'' এজন্য গুরুর প্রতি সে অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করল। গুরুদেব ছিলেন সিদ্ধপুরুষ। তাই তিনি শিষ্যের অবস্থা জেনে বললেন—''ব্যাস্, এজন্মে তোমার আর অধিক হবে না। তোমাকে এবার গৃহী হতে হবে। তবে তোমার সাধনলব্ধ সঞ্চিত ধন নষ্ট হবার নয়।'' যিনি অন্তরে চিৎ-জ্যোতি প্রজ্জ্বলিত করে দেন এবং সেই জ্যোতির আলোকে সত্তার নিজবোধের সহায়তায় উপলব্ধিও প্রদান করতে সক্ষম হন, তিনি শ্রেষ্ঠ এবং প্রণম্য—তিনিই সদ্‌গুরুরূপী স্বয়ং ভগবান। আর যিনি সদ্‌গুরু এবং অখণ্ড মাতৃশক্তি স্বরূপা ''মা'', তিনি প্রণম্যেরও প্রণম্যা—তাঁকে যে অবমাননা করে, তাঁর কর্মকে যে বিচার করে, তার অশেষ দুর্গতিমূলক কর্মফল সঞ্চয় হয়। সদ্‌গুরু এবং মা একই শরীরে এ ব্রহ্মাণ্ডে বিরলেরও বিরল। এনার সর্বকর্ম সাধনের পরিণাম অশেষ কল্যাণমূলক—মায়ের-কৃপা ছাড়া ব্রহ্মর্ষি মহর্ষি তেত্রিশকোটি দেবতারও সদ্‌গতি হয় না। তাই ''মা'' পরম পূজ্যা, বিশ্বজগৎ বরেণ্যা, বিশ্বপ্রসবিত্রী বিশ্বজননী ॥

বিশ্বজননী মা হন অখণ্ড জ্যোতির্ময়ী—তবুও তিনি অশেষ দয়াময়ী—তিনি যখন ধরাধামে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি সৎ-অসৎ দুইকেই পাশে স্থান দেন—তাঁর সান্নিধ্যে তাঁর আলোতে নিকৃষ্টকে উৎকৃষ্ট রূপে দেখা যায়—তিনি উৎকৃষ্টকে যেমন প্রেমে আবদ্ধ করেন, নিকৃষ্টকেও তেমন—কিন্তু নিকৃষ্ট জগতে উৎকৃষ্টর সম্মানলাভ করতে থাকে বলে সে যে নিকৃষ্ট ছিল, জ্যোতির্ময়ীর আলোয় উৎকৃষ্ট হয়েছে তা বিস্মৃত হয়ে যায়—এই হল অবিদ্যাজনিত অহংকারের স্বভাব। জ্যোতির্ময়ী মা যতক্ষণ তাকে ধারণ করে রইলেন ততক্ষণ সে উৎকৃষ্ট, যখন জ্যোতির্ময়ী নিজেকে সম্বরিত করে আপন অন্তঃপুরে স্বরূপে আবার নিমগ্ন হলেন, যা তাঁর ক্ষেত্রে স্বাভাবিক, নিকৃষ্ট বুঝল যে তার প্রাধান্য আর বজায় থাকবে না উৎকৃষ্ট রূপে—তখন সে তার অন্তঃস্থিত প্রসুপ্ত অবিদ্যাজনিত স্বভাবের দ্বারা জ্যোতির্ময়ীকে আবার তার এক্তিয়ারে ধরে রাখতে চাইল তার অহং পুষ্টিসাধনের স্বার্থে—কিন্তু তা তো হবার নয়! দিব্যজননী মা আসেন জগৎকল্যাণ করতে—তিনি বিদ্যা বিতরণ করেন উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট দুইয়েরই মধ্যে। সৎ-অসৎ নির্বিচারে তিনি মহাঔদার্যে সৎ-অসতের সঙ্গে সন্তানবোধে মিশেছেন—তাঁকে বিশুদ্ধ প্রেম বিনা ধরে রাখতে কেউ পারে না। তাঁকে হৃদয়ে ধরে রাখতে পারলেই সকল সাধনা সিদ্ধ হয়। তিনি শুধু ধ্যানমূর্তি নন, তিনি অন্তর্যামী মহাশক্তিরূপিণী মহাপ্রাণ। তাঁর স্পন্দনই স্পন্দিত হয় সবার হৃদয়ে। বিশুদ্ধ প্রেম পরমব্রহ্মের দিব্য অতুল শক্তি ও অমৃতময় বিভূতি। বিশুদ্ধ হৃদয় না হলে সত্তার বক্ষে তার স্ফুরণ হওয়া সম্ভব নয়। যতক্ষণ বাহ্যিক বিষয় মনের চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে ততক্ষণ অন্তর বিশুদ্ধতায় পূর্ণ হয় না এবং ভগবৎ-কৃপালাভে সমর্থ হয় না। তাই মহাজনেরা বলেন, ''মন মারকে যোগী শিব বনতা হ্যায়''—ধ্যান-সিদ্ধ না হলে মনের গণ্ডীকে অতিক্রম করা যায় না। মনের গণ্ডী অতিক্রম না হলে বিশুদ্ধ আকাশের প্রতিফলন হয় না সত্তার বক্ষে—তাই যোগীর ক্ষেত্রে ব্রহ্মবিদ্যা অবলম্বন—সাধন। যখন মনে বাহ্যিক বিষয়ের আর ছাপ পড়ে না, মন শূণ্যমার্গে সুষুম্না পথে স্থির অটল ভাবে আটকে থাকে, এই অবস্থাই যখন যোগীর স্বভাবে পরিণত হয়, তখনই ভগবৎকৃপালাভ করার জন্যে আধার উপযুক্ত হয়। এ অবস্থাই ''প্রকৃত বিশ্বাসের'' অবস্থা। সাধকের লক্ষ্য থেকে উপলক্ষ্য যখন প্রধান হয়ে ওঠে তখনই সে বিশ্বাসের আসনচ্যুত হয়। তাই মহাত্মা কবীর বলেছেন, ''খোজী হোয়ে তো তুরন্ত মিল জাউ এক পল হী কী তলাশ মেঁ, কহে কবীর সুনো ভাই সাধো মৈঁ হুঁ তেরে বিশ্বাস মেঁ ॥''—সদ্‌গুরুর কর্ম আশ্চর্য্য, অদ্ভুত এবং অলৌকিক! তাঁর প্রতিজ্ঞা—

''মেরে মার্গ পর পৈর রখকর তো দেখ, তেরে সব মার্গ ন খোল দুঁ তো কহনা ॥ ১ ॥
মেরে লিয়ে খর্চ করকে তো দেখ, কুবের কে ভণ্ডার ন খোল দুঁ তো কহনা ॥ ২ ॥

মেরে কড়বে বচন সুনকর তো দেখ, কৃপা ন বরসে তো কহনা ॥ ৩ ॥
মেরী তরফ আ কে তো দেখ, তেরা ধ্যান ন রখুঁ তো কহনা ॥ ৪ ॥
মেরী বাত লোগোঁ সে করকে তো দেখ, তুঝে মূল্যবান ন বনা দুঁ তো কহনা ॥ ৫ ॥
মেরে চরিত্র কা মনন করকে তো দেখ, জ্ঞান কে মোতী তুঝমেঁ ন ভর দুঁ তো কহনা ॥ ৬ ॥
মুঝে অপনা মদদগার বনা কে তো দেখ, তুমেঁহ সবকী গুলামী সে ন ছুড়া দুঁ তো কহনা ॥ ৭ ॥
মেরে লিয়ে আসু বহা কে তো দেখ, তেরে জীবন মেঁ আনন্দ কে সাগর ন বহা দুঁ তো কহনা ॥ ৮ ॥
মেরে লিয়ে কুছ বনকে তো দেখ, তুঝে কীমতী ন বনা দুঁ তো কহনা ॥ ৯ ॥
মেরে মার্গ পর নিকলকে তো দেখ, তুঝে শান্তিদূত ন বনা দুঁ তো কহনা ॥ ১০ ॥
স্বয়ং কো ন্যৌছাৱর করকে তো দেখ, তুঝে মশহূর ন করা দুঁ তো কহনা ॥ ১১ ॥
মেরা কীর্তন করকে তো দেখ, জগৎ কা বিস্মরণ ন করা দুঁ তো কহনা ॥ ১২ ॥
তু মেরা বন কে তো দেখ, হর এক কো তেরা ন বনা দুঁ তো কহনা ॥ ১৩ ॥"

*—হরি ওঁ তৎ সৎ—*

তুমি যদি অন্তরে ভগবানকে জাগ্রত করে নাও, ভগবানের সান্নিধ্যে বেশী থাক, ভগবানকে উপলব্ধি করতে পার, তখন তোমাকে দুঃখও পেতে হবে না, কাল স্পর্শ করবে না। ভগবানের থেকে দূরে থাক বলেই কাল তোমাদের স্পর্শ করে। **—শ্রীশ্রীমা**

## অন্তরঙ্গতায় শ্রীশ্রীমা

অখণ্ড মহাপীঠে বহু সাধুসন্ত মহাত্মার ছবি বিভিন্ন ঘরের দেওয়ালে লাগানো আছে। শ্রীশ্রীমা বলেন যে প্রকৃত সন্ত-মহাত্মারাই হলেন ভক্তরূপী ভগবান। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য, তাঁর অস্তিত্বের প্রকাশ হয় মহাত্মাগণের জীবনদর্শনের মাধ্যমে। তাই শ্রীশ্রীমায়ের সকল সম্প্রদায়ের মহাত্মাগণের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা। প্রতি উৎসবেই আশ্রমস্থ সকল মহাত্মাগণের শ্রীপটে বা শ্রীবিগ্রহে মাল্য দ্বারা ভূষিত করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সমগ্র মহাত্মাগণের মধ্যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং শ্রীশ্রীসারদামাতারও ছবি রয়েছে যেন সকলের মধ্যে তাঁরাও আছেন। হোটরের রামকৃষ্ণ-সারদা শিশু ও মহিলা আশ্রমের সন্ন্যাসিনী ও ব্রহ্মচারিণীরা শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত আছেন। তারা মাঝে মধ্যেই অখণ্ড মহাপীঠ আশ্রমে এসে শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্যে থাকেন। এছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমাসারদা কুলস্থিত অন্যান্য সন্ন্যাসিনীরাও শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আসেন অধ্যাত্ম পথের সন্ধানে। এনাদের মনের মধ্যে হঠাৎ একটা ভাব আসে যে এখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেব-সারদামাতা ও স্বামী বিবেকানন্দের আলাদা করে কোনও প্রাধান্য নেই কেন? তবে শ্রীশ্রীমাকে তাদের মনের কথা বলতে সাহস হয়নি কোনদিন। অন্তর্যামিনী শ্রীশ্রীমা একদা আশ্রমস্থিত ব্রহ্মচারিণী শিপ্রাকে হঠাৎ বললেন, "এই শিপ্রা শোন্, তোদের ঠাকুর, মা আর বিবেকানন্দকে এ আশ্রমে ঘটা করে সাজিয়ে রাখিনি কেন বল্ তো?"—শিপ্রা পূর্বে হোটর আশ্রমে থাকত; সে বর্তমানে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট যোগ প্রাপ্ত হয়ে ইদানীং অধিকাংশ সময়েই অখণ্ড মহাপীঠে থাকে; তার শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্য খুব ভাল লাগে আর মনে-প্রাণে ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুলতাও রয়েছে। হঠাৎ শ্রীশ্রীমা তাকে এই প্রশ্ন করায় সে হতবাক্ হয়ে শ্রীশ্রীমায়ের দিকে চেয়ে রইল। মুখে তার কোনও জবাব বেরোল না। তার এই দশা দেখে শ্রীশ্রীমা বললেন, "তুই কি তোর পূর্বজন্মের বাপ-মাকে পূজো করিস? সবাই কি তাদের পূর্বজন্মের বাপ-মা কে পূজা করে? তা আমার ছেলে-মেয়েরাও করবে কেন? আমার ছেলে-মেয়েরা জানে যে তাদের পূর্বজন্মের বাপ-মা, ভাই-বোনেরা সব এজন্মেও এসেছে। তাই এখন তারা তোদের বাবাকে আর আমাকে পূজা করে। আর আমি মা হয়ে কখনো কি আমার ছেলেকে পূজা করতে পারি? আমার ত্যাগী ছেলেরা তো এখনও জ্যান্ত আছে। তারা এখন সব সাধনা করছে। সত্যটা কোথায় থাকে জানিস্? সত্য উপলব্ধিটা থাকে নিজ অন্তরে বিশ্বাসের মধ্যে। তা হলেই দেখবি সব দ্বন্দ্ব মিটে যাবে।" **—মাতৃচরণে সমর্পিতা সাধ্বী সংযুক্তানন্দময়ী**